প্রথম আলো

তারিখ ... 2 APR 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

'কৃমিনাশক খেয়ে' ৪ জেলায় ৫৫০ শিক্ষার্থী অসুস্থ!

প্রথম আলো ডেস্ক ●

জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ উপলক্ষে গতকাল শনিবার কৃমিনাশক ট্যাবলেট খেয়ে দেশের চার জেলায় প্রায় সাড়ে পাঁচ শ স্কুলশিক্ষার্থী অসুস্থ হওয়ার অভিযোগ করেছেন অনেক অভিভাবক ও শিক্ষক। এই শিক্ষার্থীদের অনেককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

তবে সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন, মূলত গুজব ও আতঙ্ক থেকে এ অবস্থার সৃষ্টি। এ ওষুধ খেয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবে খালি পেটে খেলে কিছুটা বমিবমিভাব দেখা দিতে পারে।

প্রথম আলোর সংশ্লিষ্ট এলাকার **নিজস্ব প্রতিবেদক** ও **প্রতিনিধি**দের পাঠানো খবর:

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। গতকাল সকালে শিক্ষার্থীদের এভাবে অসুস্থ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে অন্যত্রও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনার পর উপজেলায় খাবার স্যালাইনের সঙ্কট দেখা দেয়।

কয়েকজন শিক্ষক ও অভিভাবক বলেন, স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ পালন উপলক্ষে সকালে শৈলকুপার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। খাওয়ার পর প্রথমে অচিন্ত্যপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী অসুস্থ হতে শুরু করে। পরে বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০ জন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আসে।

কুষ্টিয়ায় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত তিন শ'র মতো শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। তবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক শ'র বেশি শিক্ষার্থী ছাড়পত্র নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। সন্ধ্যা সাতটায় এ প্রতিবেদন লেখার সময়ও হাসপাতালে শিক্ষার্থীরা আসছিল।

হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) তাপস কুমার সরকার বলেন, 'কৃমিনাশক বড়ি খেয়ে শিক্ষার্থী মারা গেছে-এমন গুজব থেকে সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাসপাতালে ছুটে আসছেন।'

হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৩০ থেকে ৩৫ জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাদের বেশির ভাগই দুপুরের দিকে বড়ি খেয়েছে। এক ঘণ্টার মধ্যে তাদের মাথাঘোরাসহ পেটব্যথা শুরু হয়।

এদিকে ঝিনাইদহে কৃমিনাশক বড়ি খেয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে এমন গুজবে বিকেলে মাগুরা সদর হাসপাতাল ও শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অন্তত ৫০ জন শিক্ষার্থী কৃমিনাশক বড়ি খেয়ে অসুস্থ হয়েছে উল্লেখ করে ভিড় করে।

মাগুরার সিভিল সার্জন মুন্সী মো. ছাদুল্লাহ বলেন, এক শিশুর মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ায় শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে হাসপাতালে আসছে। আসলে তাদের কিছুই হয়নি। এটা স্রেফ গুজব।

পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার চাঁদভা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯ শিক্ষার্থী সকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের ছয়জনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর